Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

36
LIBRARY No. 8/06 1/203
Shri Shri ... Ashram
ॐ
BANARAS
/203
3/43

ভারতে গুরু-পূজা

—০৩০—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুর্রুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবেনমঃ॥
ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥
গুরুমূর্ত্তেঃ সদাধ্যানং যথা স্বামিনি যোষিতঃ।
গুরোরাজ্ঞাং প্রকুর্ব্বীত গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ॥
গুরুপাদোদকং পেয়ং গুরোরুচ্ছিষ্ট ভোজনম্।
গুরুমূর্ত্তিং স্মরেন্নিত্যং গুরুস্তোত্রং সদাজপেৎ॥
গুরুর্ব্বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ জাহ্নবী চরণোদকং।
গুরুবক্ত্রে স্থিতং ব্রহ্ম প্রাপ্যতে তৎপ্রসাদতঃ॥"

—শ্রীশ্রীগুরুগীতা

স্বামী বেদানন্দ
ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ

প্রণবমঠ কর্ত্তৃক
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন ১৩৪৫
১লা বৈশাখ

শ্রী-মতি-জ্যোতির্ম্ময়ী-দেবী

LIBRARY 1/203
No. ...... Ashram
Shri Shri Ma ...
BANARAS

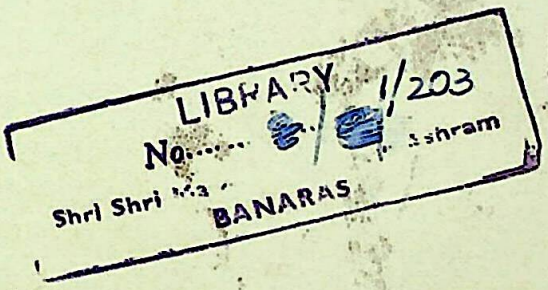

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

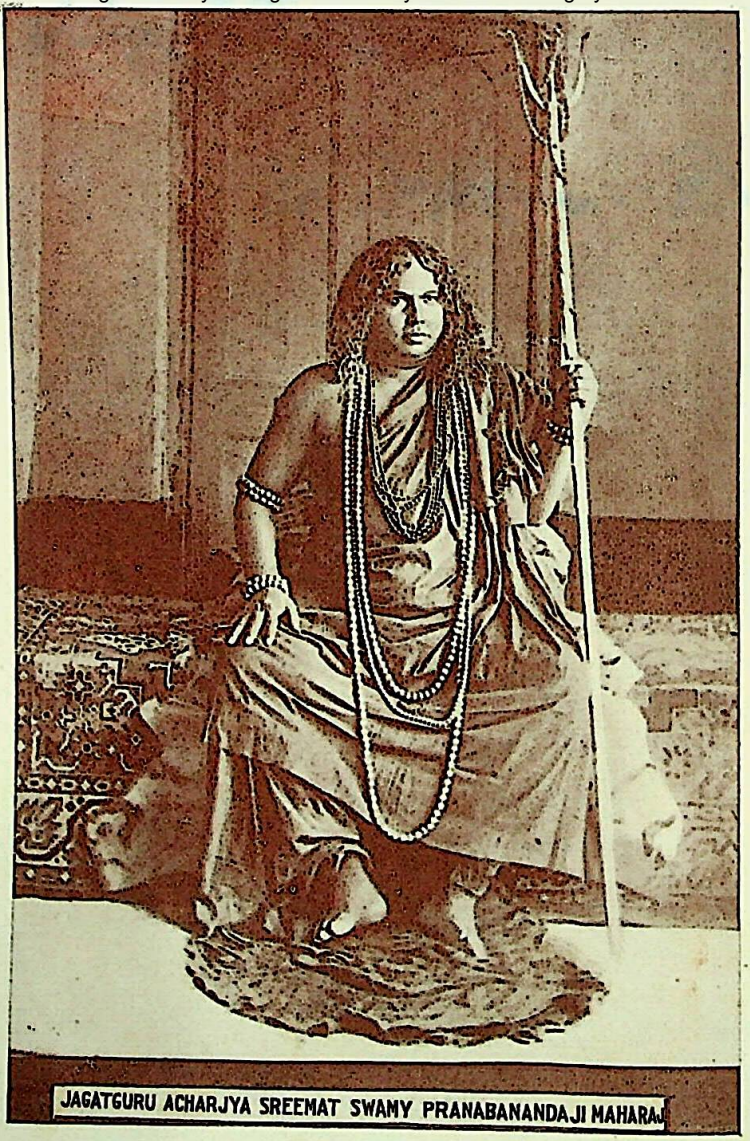

JAGATGURU ACHARJYA SREEMAT SWAMY PRANABANANDAJI MAHARAJ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা

জগদ্‌গুরু আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ওঁ
Shri Shri ... Ashram

সঙ্ঘের আহ্বান

দুঃখ-দুর্দ্দশার নাগপাশে দৃঢ়-পিনদ্ধ ভারতের মুক্তিকল্পে ভারতবাসী বিগত শতাব্দী ধরিয়া বহু পন্থায় বহু প্রচেষ্টা করিয়াছে। ভারতের কল্যাণকামী ভূতভবিষ্যদ্দর্শী মহাপুরুষগণ একবাক্যে বলিয়াছেন ও বলিতেছেন :—

"ভারতের মুক্তি ধর্ম্ম-সংস্থাপনে"

এই ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য বহু ভাবে ও রূপে বহু আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এখনও অভীষ্ট লাভ হয় নাই। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের" সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের বাণী তত্ত্বের দিক হইতে ধীরে ধীরে কার্য্য করিতে থাকিলেও এবং তাঁহার পূজা ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও অসংখ্য মত ও পথের পথিক ভারতীয় জন-সমষ্টির মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রবল আন্দোলন জাগাইতে এখনও সমর্থ হয় নাই। এই বিরাট ধর্ম্মের আবহাওয়া কি উপায়ে আনয়ন করা যায় —এই চিন্তা ও চেষ্টায় বহু সাধক ও সিদ্ধপুরুষের অন্তর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

এমনি সময়ে সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং অপর এক অলৌকিক তপঃশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষের বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া এই মহাসমস্যার সমাধান করিয়াছেন। তিনি হচ্ছেন—

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা
জগদ্‌গুরু আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী

আচার্য্যদেবের অব্যর্থ সুনিশ্চিত আদেশ—"স্বল্প কালের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমগ্র ভারতে বিরাট ধর্ম্মান্দোলন,—আধ্যাত্মিক মহাভাবের প্রবল-প্লাবন সৃষ্টি করিতে হইলে চাই—

গুরুপূজার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা

এই গুরু-পূজা কিছু নূতন বস্তু নয়; ইহা সনাতন সিদ্ধান্ত ও চিরপরিচিত পন্থা। ভারতে ও জগতে ধর্ম্ম-সংস্থাপন কল্পে এই পন্থাই চিরকাল অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "মামেকং শরণং ব্রজ" বলিয়া, বুদ্ধদেব "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া এই পন্থাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। **আচার্য্য শঙ্কর, আচার্য্য রামানুজ,** মহাপ্রভু **শ্রীচৈতন্য-দেব, গুরু নানক,** মহাত্মা **যিশুখীষ্ট,** মহাপুরুষ **মহম্মদ** প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ সকলেই স্বীয় ব্যক্তিত্বকে শ্রীভগবানেরই প্রতিনিধিস্বরূপ দেশ ও জাতির সম্মুখে ধরিয়া সেবা-পূজা প্রভৃতির মধ্য দিয়া আত্মসমর্পণ করিতে আহ্বান ও আদেশ করিয়াছিলেন।

সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেবও আজ পুনরায় সেই চির-আচরিত পন্থাতেই ভারতীয় নরনারীকে আহ্বান করিয়াছেন এবং—**ওঁ গুরু কৃপাহি কেবলম্**" মন্ত্র অবলম্বনে জগদ্গুরু আচার্য্যদেবের সেবাপূজা, ধ্যান ধারণায় ডুবিয়া আত্মসমর্পণে আদেশ ও উপদেশ দান করিতেছেন। আর পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—

"এমন সুযোগ কদাচিৎ আসে, ওরে! শান্তি ও মুক্তি-পিপাসু নরনারি! সত্বর সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ কর। দুর্লঙ্ঘ্য শোক-মোহের মহা-সমুদ্রে **"সঙ্ঘ ও সঙ্ঘনেতাই"** একান্ত আশ্রয়, এই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তোরা নিরাপদ হ'। হেলায় এ সুযোগ হারাস্ নে।"

বিগত কতিপয় বর্ষ ধরিয়া **"সঙ্ঘ"** এই **"গুরুপূজার"** আদর্শ ও অনুষ্ঠান জাতি ও সমাজের সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন। ইতোমধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই "গুরু পূজার আন্দোলনের প্রভাব সুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। শত সহস্র নরনারী "সঙ্ঘ ও সঙ্ঘনেতা"র আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শক্তি ও শান্তিলাভ পূর্ব্বক আনন্দে মুক্তির পথে অভিযান করিয়াছে।

কিন্তু এক শ্রেণীর লোক এই আদর্শকে অন্তর দিয়া এখনও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। প্রাণ-মন সংশয়-সন্দেহে আন্দোলিত। তাহাদের সংশয় নিরাকরণের জন্য সংক্ষিপ্ত কয়েকটী কথায় "গুরুপূজার" তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকার প্রচার। তাহারা আচার্য্যদেবের কৃপায় শান্তিলাভ করুন। ইতি—

"ওঁ গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্।

——০——

ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি—গুরু

ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল, মুক্তি, জন্মান্তর ইত্যাদি যাবতীয় ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের জ্ঞানদাতা—গুরু; গুরুর নিকট হইতেই উহা শ্রুত, জ্ঞাত, উপলব্ধ। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি-গুরু উহা সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া জগতের কল্যাণার্থে প্রচার করিয়াছেন—তাই আমরা উহা জানিয়াছি, বুঝিয়াছি ও বিশ্বাস করিয়াছি। সুতরাং গুরুকে স্বীকার ও বিশ্বাস করিলেই—সবকে স্বীকার ও বিশ্বাস করা হইল; গুরু—সত্য—ধারণা হইলেই সব সত্য হইয়া দাঁড়ায়; গুরুকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করিলে সবই উড়িয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর বাণী বলিয়াই শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করি। জগতে—গুরুই একমাত্র নিঃস্বার্থ কল্যাণকামী এবং ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের সিংহদ্বার!

"শান্তো মহান্তো নিবসন্তি সন্তো
বসন্ত বল্লোকহিতং চরন্তঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুর আবশ্যকতা---সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র

সাধারণ লৌকিক বিষয়ের জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষক চাই ; সুতরাং ইন্দ্রিয়াতীত অতিলৌকিক বিষয়ের রহস্য উদ্ভেদ করিতে গুরুর আবশ্যকতা কত অধিক—ইহা বালকেও বোঝে। এই গুরু-করণ প্রথা—জগতের সর্ব্বত্র—সকল জাতি, শ্রেণী, সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল, আছে ও থাকিবে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্শী, খ্রীষ্টান, মুসলমান, কন্‌ফুসিয়াস—সকলেই গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া ধর্ম্ম-জীবনে ও আধ্যাত্মিক সাধনায় অধিকার লাভ করেন।

গুরু ভিন্ন ধর্ম্ম-জীবন অসম্ভব !

গুরু গ্রহণ করিব না অথচ ধর্ম্ম-জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিব,—আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিব—ইহা বাতুলতা। ৺গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের জীবন—জলন্ত প্রমাণ। দীর্ঘকাল ব্রাহ্মধর্ম্মের আচার্য্য-গিরি করিয়াও শান্তি না পাইয়া, অশান্তির জ্বালায় কখনো কখনো আত্ম-হত্যায় উদ্যত হইয়া পরিশেষে জনৈক মহাপুরুষের আকস্মিক কৃপালাভে উত্তর জীবনে তিনি কিরূপ উচ্চতর জ্ঞান ও প্রেমের অধিকারী হইয়া শত শত মোহান্ধ ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন—তাহা বঙ্গদেশে সুপরিচিত !

সুতরাং ধর্ম্ম—মানি, শাস্ত্র—মানি, আত্মা—মানি ভগবান্—মানি ; অথচ গুরু মানি না, গুরুকে চাই না,—গুরুতে আত্মসমর্পণ করিব না ;—ইহা আত্মপ্রবঞ্চনা, বিশ্ব-বঞ্চকতা, ধূর্ত্তামি।

গুরু-গ্রহণ—সর্ব্বজনীন প্রথা

মহাপুরুষ, আচার্য্য, অবতার, পরিত্রাতা বলিয়া যাহারা জগতে প্রসিদ্ধ ও পূজিত—তাহারা সকলেই গুরু গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যিশুখীষ্ট, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যদেব, মহম্মদ প্রভৃতি প্রাচীন ও অধুনাতন যাবতীয় অতিমানবগণও গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া জগতে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং সাধারণ মানবের পক্ষে গুরুর আবশ্যকতা কিরূপ অপরিহার্য্য—তাহা সহজেই অনুমেয়।

গুরুই সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রতিনিধি

"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"—যিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছেন তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপতাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর মধ্যে 'নিরাকার' ভগবান্ 'সাকার' হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন; ব্রহ্মজ্ঞ, 'সর্ব্বভূতহিতেরত' গুরুর অপার্থিব ও অহৈতুক স্নেহ-প্রেম-করুণা-দয়া-ক্ষমা-সহানুভূতি-আদর-দরদ—প্রভৃতির মধ্যদিয়া 'নির্গুণ'ব্রহ্ম 'সগুণ' হইয়া অনুভবের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অসীম শক্তি, বিরাট ভাব—ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর শরীর-মনোবুদ্ধির মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া আমাদের স্থূল অনুভবের বিষয় হইয়াছে।

যৎ যৎ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তৎ তৎ এবাবগচ্ছ মম তেজোহংশ সম্ভবম্॥

ভগবানের অনন্ত বিভূতি জগতে পরিব্যাপ্ত কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর মধ্যেই ভগবানের সর্ব্বোচ্চ বিকাশও প্রকাশ—তাই গুরু স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়া জগতে পূজিত। তন্ত্রসারে স্বয়ং মহাদেব বলিতেছেন—

"গুরুব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু—ঐহিক ও আধ্যাত্মিক, লৌকিক ও অতীন্দ্রিয় জগতের সংযোগ-সেতু; গুরু—medium—তাঁর মধ্যদিয়াই ভগবানের শক্তি ও করুণা জগতে সঞ্চারিত হইয়া মানবের শান্তি ও মুক্তি বিধান করে।

ধর্ম্ম—আলোচনায় নয়—আচরণে

আলাপ-আলোচনা, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি দ্বারা জীবনে কদাচ ধর্ম্ম-রহস্যের উদ্ভেদ হয় না।

বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যান-কৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষামেতদ্ ভুক্তয়ে নতু মুক্তয়ে॥

বাইরের ভেক্—বেশভূষা, সাম্প্রদায়িক চিহ্ন প্রভৃতির মধ্যেও ধর্ম্ম নাই। কিন্তু সাধারণ লোক ধর্ম্মের এই সব বহিরঙ্গকেই প্রকৃত ধর্ম্ম জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকে। আর এই কারণেই এত সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিবাদ।

প্রকৃত ধর্ম্ম—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য

ধর্ম্মের প্রাণ—রিপুদমন, ইন্দ্রিয় সংযম, অহিংসা, প্রেম, মৈত্রী।

ধর্ম্মের যাহা বহিরঙ্গ—এই বেশভূষা, সাম্প্রদায়িক চিহ্ন বা পুঁথিপত্র, মতবাদ ইত্যাদি—গুরু গ্রহণ না করিয়াই শিক্ষা করা এবং অনুষ্ঠান ও প্রচার করা যায়। কিন্তু ধর্ম্মের উপরোক্ত প্রকৃত আদর্শ ও মহাভাবগুলি গুরুকৃপা ও শক্তি ভিন্ন নিজের চেষ্টায় কেহ লাভ করিতে পারে না। মানব-অন্তরের অশুভ সংস্কার-রাশি এবং প্রকৃতি-গত পাশবিক বৃত্তিগুলিই মানুষকে পাপের পথে, মোহের গহ্বরে আকর্ষণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন বলিতেছেন—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥

শ্রীভগবান্ উত্তর দিতেছেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেন কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥

মানব শত চেষ্টা সত্ত্বেও সৎপথে স্থির থাকিতে পারে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অবিরত বাধ্য হইয়া জঘন্য পাপে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং **গুরু-কৃপা ও শক্তি** ভিন্ন কেহ কদাচ এই কাম-ক্রোধাদিকে জয় করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হয় নাই, হইবেও না।

ধর্ম্ম—মানুষকে দুর্ব্বল করে না

ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগের স্পৃহাই মানুষকে ভীরু, দুর্ব্বল, ক্লীব, কাপুরুষ, পঙ্গু করিয়া ফেলে। কাম-ক্রোধ-লোভাদির দাসত্বই মহাপাপ; সুতরাং তজ্জনিত **ভীরুতা, দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতাই—প্রকৃত পাপ।** পক্ষান্তরে **বীরত্ব, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্বই—মহাপুণ্য**; আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্য্যাদা, আত্মনির্ভরতাই মানবের মহাসম্বল।

ধর্ম্মের নামে গুরুর পায়ে আত্মদান পূর্ব্বক, গুরুর নিকট স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া মানুষ ভীরু, দুর্ব্বল, ক্লীব হয়—একথা ঘৃণ্য ও অশ্রদ্ধেয়। সমগ্র মানব-সমাজ অহরহ অবিরত ইন্দ্রিয়ের সেবায় ছুটিয়া মরিতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয় কি ? ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিয়া মানুষ সবল হয় ; আর ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর দাসত্ব করিলেই বুঝি মানুষ দুর্ব্বল হয় ? হায়রে ! মূঢ়, আত্ম-প্রবঞ্চিত মানব ! কিন্তু মুমুক্ষু মানব ! জানিয়া রাখ—**ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর দাসত্ব গ্রহণ করিলেই** তাঁর কৃপায় মানুষ **ইন্দ্রিয়ের দাসত্বের** শৃঙ্খল হইতে **মুক্তিলাভ** করিতে পারে ;—দ্বিতীয় কোনো পথ নাই।

গুরুই মানবের প্রকৃত আশ্রয় ও অবলম্বন

আচারানুষ্ঠান, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি যতই করুক না কেন ধর্ম্মের উপরোক্ত আদর্শ ও ভাবগুলি জীবনে ফুটিয়া না উঠিলে সমস্তই বৃথা।

নিত্ নহন্‌সে হরি মিলে তো জল জন্তু হোই।
ফল মূল ভোকে হরি মিলে তো বাঁদর বাঁদরাই।
তিরণ ভখন্‌সে হরি মিলে তো বহুত্ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়্‌কে হরি মিলে তো বহুত্ রহে খোজা।
মীরা কহে—বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা॥

একনিষ্ঠ ভক্তি ও নির্ভরতার সহিত, শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে **গুরুর আশ্রয় গ্রহণ, গুরুর সেবায় ও শুশ্রূষায় আত্মদান, গুরুর অভীষ্ট সম্পাদনে জীবন যাপন** ভিন্ন ধর্ম্মের রহস্য উদ্ভেদ হয় না, ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব ও আদর্শ জীবনে ফুটাইয়া তোলা যায় না। সেবাও শুশ্রূষার দ্বারা গুরুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে **গুরুর শুভদৃষ্টি, শুভাশীর্ব্বাদ, শুভইচ্ছা, শুভ-স্পর্শাদির** মধ্যদিয়া অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত হইয়া মানবের জীবনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করে ; ফলে তার পাপবৃত্তিগুলি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মের উচ্চতর ভাব ও আদর্শ জীবনে বিকশিত হয়।

গীতায় গুরুবাদ

গীতা—ভগবদ্বাণী। গীতার আরম্ভ—গুরুর আশ্রয় গ্রহণে এবং গীতার পরিসমাপ্তি—গুরুতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে। "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" এবং "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেক শরণং ব্রজ।"—গীতার আদি ও অন্ত।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" গীতার আদেশ। (১) শ্রদ্ধ পূর্ণ হৃদয়ে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ, (২) অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত গুরু-শুশ্রূষা (৩) রিপু-দমন ও ইন্দ্রিয়-সংযম (ব্রহ্মচর্য্য) এই তিনটী ভাব ও সাধনা—যার জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই ব্যক্তির নিকট ধর্ম্ম-রহস্য নিশ্চিত উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ভাব তার করতল-গত।

গীতায়—গুরুপূজা

অহরহ কায়-মনোবাক্যের দ্বারা কৃত যাবতীয় কিছু গুরুতে সমর্পণ করিতে করিতে অবিরত গুরুমুখীনভাবে অবস্থানের আদেশ—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥

গুরুর প্রতি ভাব, ভক্তি, নিষ্ঠা, গুরুর ধ্যান চিন্তায় তন্ময় হইয়া যাওয়ার আদেশ ও প্রতিশ্রুতি—

মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসিমে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥

স্থূলভাবে গুরুকে পূজার্চ্চনার আদেশ—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতং অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

ঘটে, পটে, যন্ত্রে, প্রস্তর ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত বিগ্রহে শ্রীভগবানের পূজা-আরাধনা চলিতে পারে; সুতরাং জীবন্ত গুরুর স্থূল দেহ-বিগ্রহে ভগবদর্চ্চনা কেন চলিবে না? শ্রীভগবান্ স্বয়ং আদেশ করিতেছেন—"যার যে বিগ্রহে ভক্তি, বিশ্বাস, রুচি, প্রীতি, নিষ্ঠা হয় সেই সেই বিগ্রহে —সেই ভাব ও রূপে শ্রদ্ধার সহিত আমার পূজা করিলে সেই শ্রদ্ধাও পূজা আমাকেই অর্পিত হয় এবং আমিই উহা গ্রহণ করি।"

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াঽর্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥"

এইরূপে পরিশেষে গুরু-পাদ-পদ্মে আপনাকে সম্পূর্ণ বিলীন করিয়া দিয়া মহামুক্তির অভয়-পদে অবস্থিত হওয়ার আদেশ—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

তান্ত্রিক গুরুবাদ

তন্ত্রের সাধন-তত্ত্বের সার কথা এই **গুরুবাদ ও গুরুপূজা**। তান্ত্রিক যুগে ও তৎপরবর্ত্তী কালে এই গুরুপূজা ভারতের পরিবারে ও সমাজে এমনিভাবে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে অদ্যাপি ভারতের পরিবারে প্রায় সর্ব্বত্র এই **তান্ত্রিক দীক্ষাই** প্রচলিত। ভারতের পারিবারিক কুলগুরু ব্যবস্থাও তান্ত্রিকী। তন্ত্র-প্রসঙ্গে স্বয়ং সদাশিব বলিয়াছেন—

"ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন বেদ ও পুরাণের সারতত্ত্ব; শ্রী শ্রীগুরুগীতাও তেমনি সমগ্র তন্ত্র-শাস্ত্রের সার কথা।

ধর্ম্ম—একটা মতবাদ নয়—জলন্ত ও জীবন্ত অনুভূতি

ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা একটা মত, পথ বা নীতি নয়; ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা—অলৌকিক শক্তি, ভাব ও অনুভূতি—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নয়। এই ভাব, শক্তি ও অনুভূতি অলক্ষিত ও অলৌকিক উপায়ে গুরু হইতে শিষ্যে সঞ্চারিত হয়,—বৈদ্যুতিক শক্তি যেমন dynamo হইতে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়।

গুরুর সহিত সম্বন্ধ—জড়ের প্রতি আসক্তি নষ্ট করে

জীবাত্মা—শরীর-মনোবুদ্ধি ইত্যাদি জড় প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ; জড়ের সংসর্গে আত্মবিস্মৃত জীব আপনাকে জড় শরীর প্রভৃতির সহিত অবিচ্ছিন্ন ধারণা করিয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ গুরু—যিনি জড় শরীর ইত্যাদি হইতে নিয়ত স্বতন্ত্র—তাঁর সহিত সম্বন্ধ ও ঘনিষ্টতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জড়ের প্রতি আসক্তি কমিয়া আপনা আপনি আত্মবোধ জাগ্রত হয়। গুরুর জ্ঞান, বৈরাগ্য, প্রেম ইত্যাদি শিষ্যের হৃদয়ে জাগ্রত হইতে থাকে।

গুরুর সহিত সম্বন্ধই—মুক্তির পথ

'কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হয়!' জাগতিক বিষয়—স্ত্রীপুত্র, ধনসম্পত্তি ইত্যাদির সহিত স্থূল দেহের সম্বন্ধ; মৃত্যুর সহিত উহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চুকিয়া যায়। গুরুর সহিত দেহের সম্বন্ধ নয়,—আত্মার সম্বন্ধ। সুতরাং গুরুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে সেই সম্বন্ধ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ বা আসক্তিকে নষ্ট করিয়া জীবের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা অর্পিত হইলে মানবের সমগ্র জীবন—চিন্তা, বাক্য, কার্য্য, আচরণ অনুষ্ঠান—**গুরুমুখী হইয়া আধ্যাত্মিক মহাভাব ও অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়।**

ধর্ম্মের বাস্তব সাধনা (Practical religion)

ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ; গুরুর প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ও নির্ভরতা; গুরুসেবা, গুরুশুশ্রূষা, গুরুর আদেশ পালন, গুরুর অভীষ্ট-সম্পাদনে জীবনপাত; নিরবলম্ব শিশুর মত গুরুতে আত্মসমর্পণ;—ইহাই ধর্ম্মের সাধনা, (Practical religion)—জীবন্ত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ সাধনা। গুরুর আশ্রয় গ্রহণের পূর্ব্বে কোনো সাধনার কথাই হইতে পারে না।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম
ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজা মূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্র মূলং গুরোবাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥

শিষ্যের শরীর-মন যত অধিক উপায়ে ও যত অধিক পরিমাণে গুরুর সংস্পর্শে আসিতে থাকিবে, গুরুর শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম তত অধিক পরিমাণে শিষ্যে সঞ্চারিত হইবে। এই জন্য তন্ত্রে স্বয়ং শিবের আদেশ ও নির্দ্দেশ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুপাদোদকং পেয়ং গুরোরুচ্ছিষ্ট ভোজনং ;
গুরুমূর্ত্তেঃ সদাধ্যানং গুরুমন্ত্রং সদা জপেৎ ॥

সতী স্ত্রী যেমন কায়-মনো-বাক্যে পতির সেবা ও চিন্তাতেই ডুবিয়া থাকে ; অন্য চিন্তা তার হৃদয়ে স্থান পায় না, শিষ্যও তেমনি গুরুর চিন্তা ও সেবায় ডুবিয়া থাকিবেন।

গুরুমূর্ত্তেঃ সদাধ্যানং যথা স্বামিনি যোষিতঃ !
গুরোরাজ্ঞাং প্রকুর্ব্বীত গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ ॥

গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে শিষ্যের জীবন সাধনাময় হয়

ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করিলে পর শিষ্যের যাবতীয় চিন্তা, চেষ্টা, বাক্য, কার্য্য—সমস্ত খুটিনাটী—গুরুমুখীন হওয়াতে—সাধনায় পরিণত হয়।

গুরু পূজায় ব্যক্তিত্বের—বিনাশ নয়—বিকাশ

গুরুপূজায় মানবের ব্যক্তিত্বের বিনাশ ঘটে না ; মানব ভীরু, দুর্ব্বল, ক্লীব, কাপুরুষ হয় না। পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ গুরুর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির অনুভূতি লাভ করিয়া মানুষ আপনার অনন্ত শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের সন্ধান পায়। বস্তুতঃ গুরুর কৃপা ও আশীর্ব্বাদের ফলে মানবের প্রকৃত ব্যক্তিত্বের—শক্তি ও প্রতিভার—বিকাশের সূত্রপাত হয়।

গুরুপূজা মানুষের পূজা নয়—আদর্শের পূজা

গুরুপূজা বস্তুতঃ মানুষের পূজা নয় ; উহা একটা তত্ত্বের, বা আদর্শের পূজা ; মানুষের মধ্যদিয়া যে ভগবদ্‌ভাব বিকশিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও প্রকাশিত হইয়াছে—তাহার পূজা। মানুষ যত বড় উচ্চ আদর্শ কল্পনা ও ধারণা করিতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর মধ্যে তদপেক্ষাও বহুগুণে উচ্চতর ভাব ও আদর্শের বিকাশ দেখা যায়; এজন্য মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টি জীবনে যে আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে চায়—গুরুকে অবলম্বন করিয়া সেই আদর্শেরই পূজা করিয়া থাকে।

প্রতিমা পূজায় যেমন প্রতিমাই অবলম্বন—উপাস্য বা অর্চ্চনীয়—শ্রীভগবান; এক্ষেত্রেও তেমনি গুরুর পূজা বাস্তবিক তাঁহার মধ্যে যে ভগদ্ভাব বিকসিত ও প্রকাশিত হইয়াছে—তাহারই পূজা। ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়াই আদর্শ প্রকাশিত হয়। এজন্য অজ্ঞ জনসাধারণ ব্যক্তির পূজাকে মানুষ পূজা মনে করে। যেমন বিধর্ম্মীগণ হিন্দুকে পুতুল-পূজক মনে করে। বস্তুতঃ গুরুপূজা ব্যক্তি-বিশেষকে অবলম্বন করিয়া হইলেও উহা—ভাবের, আদর্শের, তত্ত্বের পূজা।

ভারতের গুরুবাদের বিশেষত্ব

গুরুবাদ ও গুরুপূজা,—আজন্ম গুরুগতপ্রাণতা,—ভারতের নিজস্ব বিশেষত্ব। গুরুগৃহে ভারতীয় জাতির জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা; গুরুর আদেশে সপরিবারে আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন যাপন; প্রৌঢ়বয়সে পুনঃ গুরুপদ সমাশ্রয় পূর্ব্বক ভগবানে আত্মসমাধান; ভারতীয় সমাজে ইহাই ঋষির ব্যবস্থা ছিল।

জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য চাই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর ব্যক্তিত্ব ও গুরুপূজার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা

ভারতের উন্নতিকর কোনো প্রকার অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান রচনা করিতে হইলে প্রথমে চাই—সমগ্র দেশব্যাপী বিরাট ধর্ম্মভাব ও আধ্যাত্মিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তির মহাপ্লাবন—ইহা অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্ত। সমগ্র ভারতে অত্যল্প কালের মধ্যে এই ধর্ম্মের মহাপ্লাবন আনয়ন করিতে হইলে—**ব্রহ্মজ্ঞ অলৌকিক তপঃ-শক্তি-সম্পন্ন যুগাচার্য্যের** বিরাট ব্যক্তিত্বকে জাতি ও সমাজের সম্মুখে ধারণ পূর্ব্বক সমগ্র জাতিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার পতাকাতলে আহ্বান করিতে হইবে। অন্য কোনো উপায় নাই!

প্রমাণ চাও—তবে **বৌদ্ধ ধর্ম্মের** ইতিহাস খুলিয়া দেখ। কি উপায়ে জগতের অর্দ্ধাধিক নরনারী **বুদ্ধের** আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক একই ভাব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল—তাহা সন্ধান করিলে দেখিবে—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বলিয়া বুদ্ধের পায়ে আত্মদান দ্বারাই উহা সম্ভব হইয়াছিল।

এবার এযুগেও পুনরায় **সঙ্ঘশক্তির** উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছে। **সঙ্ঘ ও সঙ্ঘনেতার** ব্যক্তিত্বের বৈজয়ন্তীতলে সমাজ ও জাতিকে সমবেত হইতে হইবে। ইহাই **ভারতের মুক্তির** অব্যর্থ পন্থা। এপথ নূতন নয়। যুগে যুগে অসংখ্য বার যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে;—ইহা তাহারই পুনরভিনয় মাত্র।

গুরুপূজায় আড়ম্বর কেন?

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গুরু-পূজা অনাড়ম্বরে চলিতে পারে। কিন্তু সেই গুরুপূজার মধ্য দিয়া যখন সমাজ ও জাতির মধ্যে কোনো আন্দোলন আনিতে চাই তখনই গুরুপূজার মহা সমারোহের আবশ্যকতা।

ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির, জাতি ও সমাজের কল্যাণ নিহিত। তাই ৺ দুর্গাপূজা, ৺কালীপূজা ইত্যাদি যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানই মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিনাড়ম্বরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিনা সাজ সজ্জায়, অনাবৃত বিগ্রহকে পূজা করিলে সাধারণ মানুষের প্রাণে কোনো ভাব বা ভক্তির উদয় হয় কি? সুতারাং গুরুকেও যথাসাধ্য সজ্জা ও অলঙ্কারে সাজাইয়া সমারোহের সহিত পূজার্চ্চনা করিয়া জনসাধারণের প্রাণে প্রাণে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাসের ভাব ও আকর্ষণ জাগাইতে হইবে।

শ্রদ্ধা দেশ হইতে বিলুপ্ত; **গুরু-সেবার** আদর্শ নিশ্চিহ্ন; সুতরাং গুরুপূজাকে বিরাট আকারে জাতির সাম্‌নে না ধরিলে এই **শ্রদ্ধা ও সেবার** আদর্শ ফিরিয়া আসিবে না।

জগদ্‌গুরু আচার্য্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা, সেবা অর্পিত হয় তাহাই শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া নানা ভাবে ও আকারে পরিবারে ও সমাজে সঞ্চারিত হয়। **আচার্য্যের** প্রতি অর্পিত **শ্রদ্ধাই**—পিতাপুত্র, স্বামী স্ত্রী, প্রভুভৃত্য, শিক্ষক-ছাত্র প্রভৃতি পারিবারিরক ও সামাজিক সম্বন্ধ ক্রমে পরস্পর স্নেহ, ভালবাসা শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রেম, ভক্তি, সহানুভূতি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সুমধুর ভাব রূপে বিকশিত সঞ্চারিত হইয়া শান্তি ও আনন্দের প্রবাহ সৃষ্টি করে।

ঐহিক ও আধ্যাত্মিক—ভারতের উভয়বিধ—শান্তি ও কল্যাণের জন্য, আজ সমাজ ও জাতির অন্তরে বাহিরে শিরায় শিরায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই **গুরু-পূজা ও গুরু-সেবার** মহাভাবের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা চাই।

সঙ্ঘ ও সঙ্ঘনেতার মধ্যদিয়া শ্রীভগবানের অক্ষয় আশীর্ব্বাদ দেশ ও জাতির শ্রদ্ধানত শিরে বর্ষিত হোক্!

ওঁ গুরুকৃপাহি কেবলম্।
ওঁ সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।
ওঁ ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ-গ্রন্থাবলী

পি ২৮, রাসবিহারী এভিনিউ বালিগঞ্জ,

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

১।	ওঁ ব্রহ্মচর্য্যম্ (বাঙ্গলা ও হিন্দী)	।০
২।	ওঁ গার্হস্থ্যম্ (বাঙ্গলা ও হিন্দী	।০ ও ।/০
৩।	ধ্রুবভারত	।০
৪।	কুম্ভমেলা	।০
৫।	প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা	৶০
৬।	ওঁ শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু	১৲
৭।	ওঁ শ্রীশ্রীজগদ্‌গুরু	৶০
৮।	Reorganisation of India	॥০
৯।	ভারতে গুরুবাদ	৶০
১০।	প্রণব (ত্রৈমাসিক পত্রিকা) বার্ষিক মূল্য ...	২৲
১১।	সজ্ঘবাণী	শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্যদেবের শ্রীমূর্ত্তি সম্বলিত উপদেশাবলী
১২।	ব্রহ্মচর্য্যম্	
১৩।	আশীর্ব্বাদ	
১৪।	শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্যদেবের (ত্রিবর্ণ) শ্রীমূর্ত্তি (১০″×১২″)	॥০

Published by the Author at P 28, Rash Behary Avenue, Ballygunge Calcutta and Printed by A. C. Sarkar at the Classic Press, 21, Patuatola Lane, Calcutta.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi